১ লাখের বেশী পোশাক শ্রমিক মজুরি পাননি

পোশাক খাতের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ’র সদস্যভুক্ত ১৮১ তৈরি পোশাক কারখানার এক লাখ ১২ হাজার ৭১৪ জন শ্রমিক এখনও মজুরি পাননি। দেশে বিজিএমইএ সদস্যভুক্ত সক্রিয় তৈরি পোশাক শিল্প-কারখানা রয়েছে ২ হাজার ২৭৪টি। এর মধ্যে ২ হাজার ৯৩টির মালিক তাদের ২৩ লাখ ৬০ শ্রমিকের মার্চ মাসের বেতন-ভাতা পরিশোধ করেছেন।

আজ রবিবার গণমাধ্যম কর্মীদের এ তথ্য জানিয়েছে পোশাক কারখানার মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)।

বিজিএমইএ বলছে, ২ হাজার ২৭৪ কারখানার মধ্যে ঢাকা মহানগর এলাকায় রয়েছে ৩৬০টি। এর মধ্যে মার্চের বেতন দিয়েছে ৩২৫টি প্রতিষ্ঠান। গাজীপুরের ৮০৮টি কারখানার মধ্যে বেতন দিয়েছে ৭৪৬টি, সাভার আশুলিয়ায় ৪৭১টির মধ্যে বেতন দিয়েছে ৪৪০টি, নারায়ণগঞ্জে ২৬৯টি পোশাক কারখানার মধ্যে বেতন দিয়েছে ২৬০টি, চট্টগ্রামে ৩২৪টি কারখানার মধ্যে ২৮৩টি এবং প্রত্যন্ত এলাকার ৪২টি কারখানার মধ্যে ৩৯টির মালিক মোট ২৩ লাখ ৬০ হাজার শ্রমিকের বেতন পরিশোধ করেছে। সূত্র-কালের কন্ঠ

আনসারীর জানাজায় জমায়েত ঠেকাতে ব্যর্থ হওয়ায় এবার এএসপি প্রত্যাহার

আনসারীর জানাজায় জমায়েত ঠেকাতে ব্যর্থ হওয়ায় এবার এএসপি প্রত্যাহার
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আনসারীর জানাজায় লাখো মানুষের ঢল

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে মাওলানা জুবায়ের আহমদ আনসারীর জানাজায় মানুষের জমায়েত ঠেকাতে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে না পারায় সরাইলের সার্কেল সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) মাসুদ রানাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

রবিবার পুলিশ সদর দপ্তরের সহকারী মহাপরিদর্শক (এআইজি) সোহেল রানা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে একই ব্যর্থতার দায়ে শনিবার দিবাগত রাতে সরাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহাদাৎ হোসেন টিটুকে প্রত্যাহারের বিষয়টি জানায় পুলিশ সদর দপ্তর।
দেশে উদ্ভূত করোনা পরিস্থিতি উপেক্ষা করে কোনোরকম পূর্ব-ঘোষণা ছাড়াই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সরাইল উপজেলার বেড়তলা গ্রামে লাখো মানুষের অংশগ্রহণে মাওলানা জুবায়ের আহমদ আনসারীর নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

ঢাকায় সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্ত মোহাম্মদপুরে

রাজধানী ঢাকায় করোনাভাইরাসে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছেন মোহাম্মদপুরের বাসিন্দারা। দেশে শনিবার পর্যন্ত যে ২১৪৪ জন করোনাভাইরাস রোগী শনাক্ত হয়েছেন, তাদের মধ্যে ৮৭৭ জনই ঢাকার বাসিন্দা, যা আক্রান্তদের ৩২ শতাংশ। বাংলাদেশের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের তথ্য অনুযায়ী, ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত মোহাম্মদপুরে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৪ জন। এরপরেই বেশি আক্রান্ত হয়েছেন ওয়ারীর বাসিন্দারা, ২৮ জন।

তারপরে রয়েছে মিটফোর্ডে- ২৬ জন, লালবাগে ২৩ জন আর যাত্রাবাড়ীতে ২৫ জন। পুরনো ঢাকা এলাকায় সব মিলিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৭ জন। উত্তরায় আক্রান্ত হয়েছেন ২৩ জন, ধানমন্ডিতে ২১ জন। একক মহল্লা হিসাবে হিসাবে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছেন মিরপুরের টোলারবাগে। সেখানে কোভিড-১৯ শনাক্ত হয়েছেন ১৯ জন। আরেকটি এলাকা শাঁখারিবাজারে আক্রান্ত ১০ জন। বাসাবোতে আক্রান্ত হয়েছেন ১৭ জন।

ঢাকার তেজগাঁওয়ে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছেন ১৬ জন। বংশাল, গেণ্ডারিয়া ও হাজারীবাগেও শনাক্ত হয়েছেন ১৬জন করে রোগী। গুলশানে শনাক্ত হয়েছেন ১৪ জন। রাজারবাগ, আজিমপুর ও মিরপুর-১১ প্রতিটা এলাকায় ১৩ জন করে রোগী শনাক্ত হয়েছেন। চকবাজার ও মহাখালীতে ১২ জন বাসিন্দা কোভিড-১৯ শনাক্ত হয়েছেন। মগবাজার, বাবুবাজার ও মিরপুর-১২ তে ১১ জন করে বাসিন্দা কোভিড-১৯ শনাক্ত হয়েছেন। ঢাকার গ্রীনরোডে শনাক্ত হয়েছেন ১০জন। সূত্রাপুরে ৯ জন, মিরপুর-১, বাড্ডা ও বনানীতে ৮ জন করে রোগী শনাক্ত হয়েছেন। মিরপুর-১০ এ শনাক্ত হয়েছেন সাতজন। বসুন্ধরা, ইস্কাটন, মিরপুর-১৪ ও শাহবাগে ছয়জন করে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছেন। আদাবর, আগারগাঁও, ঝিগাতলা, লক্ষ্মীবাজার, নাখালপাড়া, রমনায় পাঁচজন করে রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এছাড়া ঢাকার অন্যান্য অনেক এলাকায় কয়েকজন করে রোগী শনাক্ত হয়েছেন।

আক্রান্ত হওয়ার পর সুস্থ হয়েছেন ৬৬জন। রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের (আইইডিসিআর) পরিচালক বলেন বাংলাদেশে যাদের মধ্যে করোনাভাইরাস সংক্রমণ হয়েছে তাদের শতকরা ২৭ ভাগই ২১ থেকে ৩০ বছর বয়সী। আক্রান্তদের মধ্যে ৩১ থেকে ৪০ বছর বয়সীদের হার ২২ ভাগ এবং ৪১ থেকে ৫০ বছর বয়সীদের হার ১৯ ভাগ। অর্থাৎ বাংলাদেশে আক্রান্তদের প্রায় ৭০ ভাগের বয়সই ২১ থেকে ৫০ এর মধ্যে।

রোগতত্ত্ব,রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের পরিচালক মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা বলছেন, আক্রান্তদের মধ্যে ৩২ শতাংশই ঢাকার বাসিন্দা। এরপরেই রয়েছে নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলার অবস্থান। সূত্র: বিবিসি বাংলা

ঘরোয়া চিকিৎসায় মাত্র ৬ দিনেই করোনামুক্ত ঢাবি ছাত্র

হাসপাতালে না যেয়ে মাত্র ছয়দিনে করোনা জয় করলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ইশতিয়াক আহমেদ হৃদয়। করোনা মহামারি

শুরু হলে ত্রান বিতরণে নামেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ শিক্ষার্থী। তিনি বলেন, ‌’দরিদ্র ও অসহায়দের মাঝে ত্রান বিতরণ করতে গিয়ে নিজেই আক্রান্ত হয়ে পড়ি। করোনায় আক্রান্ত বলে নিশ্চিত হওয়ার পর প্রথমেই সতর্ক করি আমার সংস্পর্শে আসা সবাইকে। এরপর একটি রুমে শুরু করি একা থাকা।

হৃদয় বলেন, আমার আশপাশে যারা ছিলো তাদের বলে দিয়েছি কোয়ারেন্টাইন মেনে চলুন, কিংবা প্রয়োজন মনে করলে পরীক্ষাও করিয়ে নিতে পারেন।’ তিনি আরও জানান, এ সময়ে আমি ভিটামিন সি খেয়েছি, গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করেছি এবং স্যাভলন পানি দিয়ে গোসল করতাম। শারীরিক ব্যায়াম করতাম নিয়মিত এবং এক দুই ঘণ্টা পরপরই শুধু গরম পানি খেতাম। আমার মনে হয় এটা আমার করোনা দূর করতে খুব ভালো কাজে দিয়েছে। এক সপ্তাহ পরই আমি নেগেটিভে চলে এসেছি।

এই ঢাবি ছাত্র বলেন, ’আমার যে জামা কাপড় ছিলো সেগুলো ঠিকভাবে ধুয়েছি, রুম প্রতিদিন স্যাভলন পানি দিয়ে ধুয়েছি। আমার মতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবেন, গরম পানি অবশ্যই খাবেন। সকাল-দুপুর-রাত এ তিন বেলা গড়গড়া করার চেষ্টা করবেন। আশা রাখা যায় আপনি করোনা পজিটিভ হলেও দ্রুত নেগিটিভ হয়ে যাবে।’ হৃদয়ের অনুরোধ আপনারা ঘরে থাকুন, এ সময়ে নিজে বাঁচুন অন্যদের বাঁচান। উল্লেখ্য, দেশে এখন পর্যন্ত ২১৪৪ জন করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত হয়েছে। শনিবার দুপুরে জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের নিয়মিত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়। এসময় বলা হয় করোনাভাইরাসে আরও ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো ৮৪ জনে। নতুন শনাক্ত হয়েছেন আরও ৩০৬ জন। নতুন করে ৮ জন সুস্থ হয়েছেন। এ নিয়ে মোট সুস্থ হলেন ৬৬ জন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

মুজিবনগর সংগ্রাম কমিটির সভাপতি এখনো পাননি

মুক্তিযোদ্ধা সনদ

মোমিন চৌধুরী মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের উজ্জল নক্ষত্রের নাম। ১৯৭১ সালের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠন হওয়ার সময় মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সংগ্রাম কমিটির সভাপতি। মুজিবনগর দিবস সহ মুক্তিযুদ্ধের সাক্ষী হয়ে ৮০ পেরিয়েছেন।

স্বাধীনতার সূতিকাগার মুজিবনগর ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন কে দেওয়া বিশেষ সাক্ষাতকার-

মে.প্র: আপনি কেমন আছেন?
মোমিন চৌধুরী: আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তবে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে একটু আতঙ্কে আছি। সেই সাথে আফসোস হচ্ছে করোনা পরিস্থিতে এবার মুজিবনগর দিবসে অনাড়াম্বের কারনে।

মে.প্র: সংগ্রাম কমিটি গঠন সম্পর্কে কিছু বলেন?
মোমিন চৌধুরী: ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষনের পর আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে ১০/১১ মার্চ ১৯৭১ তারিখে মরহুম ছহি উদ্দিনের অনুমতি নিয়ে ভবরপাড়া গ্রামে আমরা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করি। এদিকে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার পর মার্চ মাসে বর্ডারের অবস্থা সেরকম ভয়াভহ না থাকায় ইন্ডিয়া থেকে লোকজন আসতো। একই সাথে যুদ্ধ হচ্ছিলো। ইন্ডিয়া থেকে কিছু ঔষধপত্র, গোলাবারুদ এগুলো কিছু মানুষ এসে আমাদের অফিসে দিয়ে যেত। পরে ওগুলো আমরা আমাদের অফিস থেকে মেহেরপুর অফিসে পৌছায়ে দিতাম। এরপর ২৬ই মার্চ ইপিআর ক্যাম্পে থাকা পাকিস্থানের পতাকা নামিয়ে আমরা বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করি। পতাকা তোলার পর ২৮ই মার্চ থেকে ইপিআরক্যাস্প এখান থেকে চলে যায় চুয়াডাঙ্গাতে। ক্যাম্প চলে যাওয়ার পর আনসার সদস্যরা এখানে থাকে । আমরা তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাবস্থা করে দিই।

মে.প্র: ১৭ই এপ্রিলের আগের কিছু ঘটনা বলেন?
মোমিন চৌধুরী: ১৫ এপ্রিল আনুমানিক বিকাল ৪টা। আমি আর আমার সহকারী সুশিল মল্লিক বৈদ্যনাথতলা রাস্তায় ঘোরাফেরা করার সময় হঠাৎ ইন্ডিয়া থেকে দুইজন লোক এসে রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলো তোমরা কারা? তখন আমরা বললাম আমরা সংগ্রাম পরিষদের লোক, ভারত থেকে আসা বিভিন্ন সামগ্রী আসলে সেগুলো আমরা নিয়ে ক্যাম্পে পৌছায়ে দিই। পরে তিনারা আমাদের নাম জানতে চাইলে আমরা নাম বলে দিই। তারপর তারা বললেন, তোমাদের এখানে বৈদ্যনাথতলা

কোথায় আছে।

তখন আমরা বলললাম বৈদ্যনাথতলা তো এইটা। তখন তারা বৈদ্যনাথতলার বাগান দেখতে চাইলে আমরা তাদের বাগান দেখাইয়ে দিলাম। এমন সময় তাদের ভিতর থেকে শুশিল কুমার নামের একজন লোক পরিচয় করায় দিলো ক্যাপ্টেন মুনসুর নামের সেনা সদস্যের সাথে। তারপর তারা আমাদেরকে বললো এখানে একটা ছোট সভা হবে। আপনারা জায়গাটা একটু পরিষ্কার করে কিছু দেবদারু গাছের পাতার একটা গেট ও কিছু চৌকি দিয়ে একটি স্টেজ তৈরি করে দিয়েন। তারপর তারা আমাদের এখানে ইপিআর ক্যাম্পে থাকলো। আমরা তাদের কথামত ১৬ এপ্রিল একটা গেট ও স্টেজ তৈরি করে ফেললাম। গেটের একপাশে লিখে দিলাম ওয়েলকাম ও আরেকপাশে লিখে দিলাম স্বাগতম।

মে.প্র: আপনার দেখা প্রথম ১৭ই এপ্রিল সম্পর্কে কিছু বলেন?
মোমিন চৌধুরী: মুজিবনগরে ইপিআর নামের একটি ক্যাম্প ছিলো। সংগ্রাম কমিটি গঠনের পর সেই ক্যাম্পে আনসার সদস্যরা থাকতো। তাদের সাথে আমরাও থাকতাম। ইন্ডিয়ায় থেকে যেসব মালামাল আসতো সেগুলো আমরা মেহেরপুর অফিসে পৌছায়ে দিতাম।
সে দিন ছিল ১৭ই এপ্রিল ভোর রাত। আমরা সকলে একসাথে বসে আছি। হঠাৎ দেখি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহম্মেদ, মুস্তাক আহম্মেদ, ইউসুফ আলী, কর্নেল এম এ জি উসমানীসহ কয়েকজন মানুষ মুজিবনগরে আসেন।

এদিকে ১৭ ই এপ্রিল সভা করার জন্য সকল ব্যাবস্থা সম্পন্ন। সবাই তখন মঞ্চে উপস্থিত হল। এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদ কে প্রধানমন্ত্রী করে সরকার গঠন করা হয়। এছাড়াও ক্যাপ্টেন এম মুনসুর আলীকে অর্থ, শিল্প ও বানিজ্য মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ এইচ কামরুজ্জামান কে স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ, পুনর্বাসন ও কৃষি মন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। বাংলার মীর জাফর নামে পরিচিত খন্দকার মুস্তাককে দেওয়া পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্ব।

হাজার হাজার উপস্থিত জনগনের সামনে ইউসুফ আলী প্রথম অস্থায়ী সরকারের শপথ বাক্য পাঠ করান। সভা শেষ করার পর যখন তারা চলে যাবে এমন সময় আমাদের কয়েকজন আনসার সদস্যরা গার্ড অব অনার প্রদান করে তাদের বিদায় দেয়।

মে.প্র: তৎকালিন সময়ে মেহেরপুরের আর কোন কোন নেতাকর্মী সেখানে

ছিল? আপনার জানা আছে কি না?
মোমিন চৌধুরী: মেহেরপুরে বর্তমানে যারা রাজনিতি করছে তাদের ভিতর ঐ সময় কেউই উপস্থিত ছিলো না।

মে.প্র: নিজের সম্পর্কে কিছু বলেন?

মোমিন চৌধুরী: নিজের সম্পর্কে বলার কিছু নেই। স্বাধিনতার এতো বছর পরেও মুক্তিযোদ্ধার খাতায় আমার নাম নেই। মুক্তিযোদ্ধার জন্য দরখাস্ত করেছি। শুনেছি নাকি যাচাই- বাছাই পর্যায়ে আছে। জানিনা কি করলে নাম উঠবে। হয়তো এ জন্মে আর হবে না।

তবে আমার নিজের কাছে এই ভেবে ভালো লাগে দেশের স্বাধিনতার জন্য একটু হলেও আমি মোমিন চৌধুরী কাজ করেছি। এটাই আমার কাছে বড় পাওনা। ৮২ বছর পার করে ফেলেছি,হয়তো আর কিছু সময়..। ২ ছেলে ৩ মেয়েকে নিয়েই ভালোই যাচ্ছে সময়।

মেহেরপুরে আইসোলেশনে থাকা ব্যক্তির করোনা নেগেটিভ

মেহেরপুরে গত ২৪ ঘন্টায় কোন করোনা আক্রান্ত রোগী সনাক্ত হয়নি। এ পর্যন্ত মেহেরপুর জেলা করোনা মুক্ত বলে জানান মেহেরপুর সিভিল সার্জন।

গতকাল শুক্রবার করোনা সন্দেহে নমুনা পাঠানো হয়েছে ১৩ জন সহ মোট ২৭২ জনের। গতকাল ফলাফল এসেছে ১ জনের আইসোলেশনে থাকা ব্যক্তির তারও করোনা নেগেটিভ।

এর আগে রিপোর্ট এসেছিল ১০৬ জনের মোট মেহেরপুর জেলায় ১০৭ জনের করোনা রিপোর্ট এসেছে এদের প্রত্যেকের করোনা নেগেটিভ।

পর্যন্ত হোম কোয়ারেন্টাইনে আছে ৩০৫ জন, প্রাতিষ্ঠানিকে ১৭ জন। আইসোলেশনে একমাত্র রোগীটি করোনা মুক্ত।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

ফেসবুকে পোস্ট দেখে ব্যার্থ অভিযান ইউএনও’র

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা বাজারে খোলা বাজারে বিক্রয় হচ্ছে সরকারি চাউল। এমন একটি তথ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে পোষ্ট করা হয়। পোস্টটি শেখ মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন নামের একটি আইডি থেকে পাওয়া যায়।

এই পোস্টে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান ধানখোলা বাজারের ব্যবসায়ী আতিয়ার রহমানের ছেলে আল আমীনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অভিযান পরিচালনা করেন।

ঐ ব্যবসায়ী দাবি করেন তার প্রতিষ্ঠানের চাউল সরকারি নয়। ব্যাসায়ীর দাবি বামন্দী বাজারের রেজাউলের নিকট থেকে তিনি চাউল ক্রয় করেছেন। বিষয়টি পরিষ্কার হওয়ার জন্য নির্বাহী কর্মকর্তা বামন্দীর ঐ ব্যাবসায়ীর সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করেন। তাতে তিনি জানতে পারেন এগুলো সরকারি চাউল নয়। তারপরও অধিকতর নিশ্চয়তার জন্য গাংনী খাদ্য পরিদর্শক মতিয়ার রহমানকে অভিযানস্থলে তলব করেন। তিনি বিষয়টি নিশ্চিত করেন যে এটা সরকারি চাউল নয়।

পরে উপজেলা প্রশাসন ফিরে আসেন।

এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, আসলে এখনকার পরিস্থিতিতে ফেসবুকে চাউলের অনিয়মের ঘটনা পোস্ট হওয়ায় সরকারের ভাবমুর্তি নষ্ট হয়। যে কারণে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

পরে প্রমানিত হয় যে আসলে ফেসবুকে যে পোষ্ট করেছে সে না জেনে ভুল তথ্যের উপর পোস্ট করেছে।

তিনি আরও বলেন, পোস্ট কারিকে ঐ স্থানে ডাকা হয়েছিল কিন্তু সে ঢাকায় আছে বলে জানান।

কুষ্টিয়া চাল নিয়ে চালবাজি, গোডাউন সিলগালা

কুষ্টিয়া শহরের চৌড়হাস সিকুর অটো গ্যারেজে রাখা ৮০ বস্তা চাউল নিয়ে নানা গুঞ্জন। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রশাসন ওই গ্যারেজে অভিযান চালায়। পরে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার এসে গোডাউন সিলগালা করে।

জানা যায়, সিকু একজন অটো গ্যারেজ মালিক। তার সাথে স্থানীয় এক কাউন্সিলের ভালো সম্পর্ক রয়েছে। গতকাল গভীর রাতে দুই অটো যোগে এই চাউল সিকুর অটো গ্যারেজের পাশের গোডাউনে রাখে। এই দেখে এলাকাবাসীর সন্দেহ হয়। তারা প্রশাসনকে জানায়।

স্থানীয়দের দাবি, এই চাল ত্রাণের। গভীর রাতে বস্তা পরিবর্তন করা হয়েছে।

এদিকে সিকুর সাথে কথা বললে তিনি জানান, গত ১৬ এপ্রিল বিকেলে এই চাউল মেসার্স শিমুল ট্রেডার্স (দোস্তপাড়া, জগতি, কুষ্টিয়া) থেকে ক্রয় করে সজল ষ্টোর। আমি সেই চাউল আমার গোডাউনে রেখে দিয়েছি। ৮০ বস্তা চাউল ৮৮ হাজার টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে। এটা কোন সরকারি চাউল না। এই চাউল সজল ষ্টোরে না রেখে আপনার এখানে রাখার কারণ কি? জানতে চাইলে তিনি বলেন, তার ওখানে রাখার জায়গা নেই বলে এখানে রাখা।

এদিকে মেসার্স শিমুল ট্রেডার্স এর প্রোপাইটর সেলিম উদ্দিনের সাথে কথা বললে তিনি জানান, গত বৃহস্পতিবার সকালে এই চাউল কেনে সিকু।
এদিকে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জুবায়ের হোসেন চৌধুরী সাথে কথা বললে তিনি বলেন, আমরা আপাতত এই চাউলের গোডাউন সিলগালা করলাম। পরে তদন্ত করা হবে।

এদিকে এলাকাবাসী আরো জানান, চৌড়হাস এলাকায় ত্রাণ নিয়ে নয়ছয় হয়েছে। অনেকেই চাউল পায়নি। এই এলাকার কাউন্সিলর ক্ষমতাধর ব্যক্তি। আমরা তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা সমস্যা আছে। তাদের

মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর কর্মহীন অসহায় ব্যক্তিদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরের তিনটি উপজেলায় করোনা ভাইরাসে কর্মহীন অসহায় ব্যক্তিদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

সেনাবাহিনী বগুড়া ৪০ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের কমান্ডার লে. কর্নেল ফকরউদ্দিন মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চত্বরে খাদ্য সামগ্রী বিতরণের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর জেলায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের উদ্বোধন করেন।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা মো: ওসমান গনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এদিকে এর আগে ক্যাপটেন নাসির উদ্দিন উপস্থিত থেকে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

ক্যাপ্টেন আরমানের নেতৃত্বে মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়া ও মেহেরপুর পৌর এলাকার অসহায় দিনমজুরদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেন। সেনাবাহিনীর অন্যান্য সদস্যরা এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গার হাট-বাজারে

মানুষের ভীড় বন্ধ হয়নি

জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলাবাসিকে ঘরে থাকার অনুরোধ জানানো হলেও তা পুরোপুরি মানা হচ্ছে না।

হাট-বাজার গুলোতে মানুষের ভীড় থাকছে। মানুষ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনার অজুহাতে ঘরের বাইরে আসছে।

গতকাল শুক্রবার সকাল থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত কাচাবাজার ও মাছ মাংস কেনার বাজার গুলোতে মানুষের ভীড় দেখা গেছে। গ্রাম এলাকা গুলোতে বিকেলের দিকে মানুষ বাইরে আসছে বেশি। মানুষকে ঘরে ফেরানোর জন্য পুলিশকে রীতিমত অভিযান চালাতে দেখা গেছে।

জেলা প্রশাসনও প্রতিদিনই সরকারি নির্দেশ অমান্য করে বাইরে আসায় অনেককে জরিমানা করছে। মানুষের চলাচল কমানোর জন্য শহরের বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় স্থানীয়ভাবে রাস্তায় বাঁশ বেঁধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছে।

অনেক গ্রামে ঢুকতে হলে সাবান পানি দিয়ে হাত ধুয়ে গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে।